মোদির মুখে ঝড়খালির বাঘ-বিধবাদের কথা

গৌতম চক্রবর্তী

প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে উঠে এল সুন্দরবনের নাম। রবিবার অনুষ্ঠানের বেশ কিছুটা সময় জুড়ে সুন্দরবন নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশেষ করে ঝড়খালির বাঘ–বিধবাদের ম্যানগ্রোভ রক্ষার লড়াইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সুন্দরবনের মানুষরাই সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমকে তৈরি করছেন। স্থানীয় মানুষরাই ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। আর এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই বাঘ–বিধবা। যাঁদের স্বামীদের জঙ্গলে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে টেনে নিয়ে গেছে বাঘ। আজ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর জন্য তাঁরাই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে এসেছেন।’ ঝড়খালির মহিলাদের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যখন পরিবেশ রক্ষা করি, তখন শুধু একটা কাজ করি না, পুরো ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করি।’ রোপণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে নতুন করে ম্যানগ্রোভ অরণ্য তৈরি করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে নিজেদের প্রত্যন্ত গ্রামের প্রশংসা শুনে আপ্লুত ঝড়খালির বাঘ–বিধবা পরিবারগুলি। উল্লেখ্য, প্রতি বছর সুন্দরবনে বাঘের হামলায় বহু মানুষ প্রাণ হারান। অভিযোগ, তাঁদের পরিবাররা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও পান না, আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’–এ তাঁদের লড়াইয়ের স্বীকৃতি পাওয়ায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন সুন্দরবনের এই প্রান্তিক মানুষরা।

‘মন কি বাত’

এদিন তিনি অসমের সোনাই–রূপাইয়ের প্রসঙ্গও তোলেন। সেখানে তিন বছর আগে অধিগৃহীত জমি মুক্ত করার পর অদ্ভুত ভাবে হাতির দল ফিরে এসেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ঝড়খালির মহিলাদের কথা, যাঁরা ম্যানগ্রোভ

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগ

মুম্বইয়ে ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হল ডুয়ার্সের চা

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর

মুম্বইয়ে চায়ের একটি সরকারি প্রদর্শনীতে ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হল ডুয়ার্সের চা। ময়নাগুড়ির জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি প্রায় সমস্ত চা বিক্রি হয়ে যায় সেই প্রদর্শনীতে। ডুয়ার্সের অর্থোডক্স চায়ের এই বিপুল পরিমাণ চাহিদা দেখে খুশি জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সংগঠনের সদস্যরা।

ভারতীয় চা পর্ষদের উদ্যোগে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর মুম্বইতে আয়োজিত হয়েছিল ‘ইন্ডিয়া টি ইনোভেশন এক্সপো’। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি চায়ের এই বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের ৭ জন ক্ষুদ্র চা–চাষি। তাঁদের উৎপাদিত বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু চা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে সেখানে। প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিটিসি চা, অর্থোডক্স চা, হোয়াইট টি, ব্লু টি, গ্রিন টি–সহ বিভিন্ন ধরনের চা। সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় উত্তরবঙ্গের চা দারুণ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র চা–চাষিদের মাধ্যমে পরিচালিত সমবায়ভিত্তিক চা ফ্যাক্টরি ‘জয় জল্পেশ’ সংস্থার সমস্ত চা সেখানে বিক্রি হয়ে যায়। পাশাপাশি, প্রচুর নতুন ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেছে মুম্বইয়ে। এছাড়া ময়নাগুড়ি ব্লকে পরিচালিত জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি হোয়াইট টি ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে সেখানে। পাশাপাশি রুকরুকা, নতুন বস্তি, দ্বারিকামারি গোষ্ঠীর প্রদর্শিত চা বিক্রি ভাল হয়েছে সেখানে।

দেশের বাণিজ্যনগরীতে ডুয়ার্সের চা আকাশছোঁয়া মূল্যে বিক্রি হওয়ায় খুব খুশি জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা–চাষিরা। জানিয়েছেন জেলা ক্ষুদ্র চা–চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

মুম্বইয়ে ‘ইন্ডিয়া টি ইনোভেশন এক্সপো’য় নিজেদের হাতে তৈরি চা বিক্রি করেছেন জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য দীপ্তি রায়। ছবি: সংগৃহীত

দোকানে মালিকের নাম, পরিচয় প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে

গিরিশ মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর

শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি দোকান, স্ট্রিট হকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মালিকের নাম ও পরিচয় স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শনের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শিলিগুড়ি মহানগর শাখার পক্ষ থেকে শহরের চারটি প্রধান থানায় একযোগে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, শিলিগুড়ি থানা, প্রধাননগর থানা, ভক্তিনগর থানা এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি জানানো হয়েছে, থানা এলাকার অন্তর্গত প্রতিটি স্থায়ী দোকান, ফুটপাতের হকার, অস্থায়ী বিক্রেতা এবং সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান স্থানে মালিক বা প্রোপ্রাইটরের নাম, ট্রেড লাইসেন্স এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের শিলিগুড়ি মহানগর সংযোজক অভিষেক দাস বলেন, ‘বর্তমানে শহরের অনেক দোকান বা স্টলে প্রকৃত মালিক কে, তা সাধারণ মানুষ জানতে পারেন না। অনেক সময় বেনামে ব্যবসা চলে। মালিকানার তথ্য স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত থাকলে সাধারণ ক্রেতারা সহজেই জানতে পারবেন তিনি কার কাছ থেকে জিনিস কিনছেন। এতে ব্যবসায় স্বচ্ছতা বাড়বে।’ তাঁর দাবি, ‘কোনও ভেজাল, প্রতারণা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পুলিশ–প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দ্রুত চিহ্নিত করে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। এটি কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, এটি সম্পূর্ণ ভাবে আইনশৃঙ্খলা ও ক্রেতাসুরক্ষার স্বার্থে।’

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি

সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশ–প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনসঙ্গত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। এই দাবি মানা না হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

গীতা পাঠ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নেতাজি ইনডোরে, রবিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

এসআরএফটিআইয়ে ধুন্ধুমার, পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত বা এবিজিপি–র (পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত) সভা চলাকালীন একদল পড়ুয়ার সঙ্গে গোলমালের অভিযোগ উঠল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)–এ। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। দুই পক্ষ থেকেই ইট, পাটকেল ছোড়া হয়। বেশ কয়েকজন আহত হয় বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে যায় পুলিশ। উভয় পক্ষকেই সরিয়ে দেয়। রাত পর্যন্ত গোলমাল চলে। রবিবার এসআরএফটিআই–এর প্রেক্ষাগৃহে সভা করছিল ‘অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত’ বা এবিজিপি (পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত)। অভিযোগ, কিছু পরেই ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে আপত্তি তোলা হয় পড়ুয়াদের একাংশের তরফ থেকে। প্রেক্ষাগৃহের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কেন বেসরকারি সংগঠনকে ক্যাম্পাসে সভা করতে দেওয়া হল, রেজিস্ট্রারের কাছে তা জানতে চান তাঁরা। এবিজিপি–র অভিযোগ, তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়।

এ প্রসঙ্গে এবিজিপি–র রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ রায় বলেন, ‘১৫ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমরা সভা করছিলাম। আমাদের সংগঠন মূলত ক্রেতাসুরক্ষা, ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে। কিন্তু আমাদের সভা বানচাল করার চেষ্টা করা হয়। ভারত মাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়।’ এসআরএফটিআইয়ের ছাত্র সংসদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘কর্মসূচির অনুমতি দেওয়ার আগে ছাত্র সংসদ বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। দুপুরে শিক্ষার্থীরা মূল প্রেক্ষাগৃহে পোস্টার লাগাতে যান। শিক্ষার্থীদের না জানিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলাই ছিল পোস্টার লাগানোর উদ্দেশ্য। এটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। প্রেক্ষাগৃহে পড়ুয়াদের ক্লাস হয়। সেখানে বেসরকারি সংগঠনের লোকজন এসে সভা করছিলেন। আমরা কয়েকজন তার প্রতিবাদ করি। তখনই আমাদের ‘দেশবিরোধী’ এবং ‘আরশোলা’ বলে আক্রমণ করা হয়। তারপর কয়েকজন মারধর শুরু করে। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী লাইব্রেরির ভেতরে আশ্রয় নেন। ওই দলটি তাদের পিছু নিয়ে সেখানেও যায় এবং লাইব্রেরিয়ানকেও লাঞ্ছিত করে।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘটনার নিন্দা করে বলেন, ‘আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’ এবিভিপি–র কলকাতা মহানগর সম্পাদক স্বাধীন হালদার জানিয়েছেন, ‘জাতীয়তাবাদি কার্যক্রম চলাকালীন একটি অতিবাম সংগঠন আক্রমণ করেছে। দ্রুত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। পুলিশ, প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।’

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি অশোক সিঙ্ঘলের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি, হিন্দু হৃদয়সম্রাট, রাষ্ট্রবাদী, সনাতন সংস্কৃতির প্রচারক, পরমপূজ্য শ্রীঅশোক সিঙ্ঘলজির জন্মজয়ন্তীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম।’

বর্ধমানে কার্যালয় খুলল থলপতি বিজয়ের দল

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর

বর্ধমান জেলায় দলীয় কার্যালয় খুলল তামিল সুপারস্টার সি জোসেফ বিজয় অর্থাৎ থলপতি বিজয়ের দল তামিলগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে)। রবিবার বর্ধমান শহরের ফাগুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে টিভিকে–র অফিস উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর সঞ্জয় ডি এবং চৈতালি রায়। ছিলেন বিভিন্ন জেলার দলীয় নেতৃত্বরাও। দলের নেতারা জানালেন, সংগঠনের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দেওয়া হবে। তামিলনাড়ু থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেসব রাজ্যে দলের সংগঠন তৈরি হচ্ছে, সেখানে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন বিস্তারের প্রাথমিক পর্বে সামাজিক কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কলকাতার পর জেলা হিসেবে বর্ধমানের ফাগুপুরে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে জেলায় টিভিকে–র সাংগঠনিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল। জেলার বহু যুবক–যুবতী সদস্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করছেন। আমরাও চাই, শিক্ষিত ও যুব সম্প্রদায় দলে যোগ দিক। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠন বাড়ানো, সামাজিক কর্মসূচি চালানোর পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

TVK
WEST BENGAL TVK

ফাগুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে টিভিকের অফিস উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর চৈতালি রায় ও সঞ্জয় ডি। বর্ধমানে, রবিবার। ছবি: প্রতিবেদক

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda

বেকবাগান শাখা
৩, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা–৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ই–মেল: dbdeck@bankofbaroda.bank.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)–সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুসারে]

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০.০৭.২০২৬** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **১০.০৭.২০২৬–এর ভিত্তিতে ₹৩৫,৩৬,৫৭০.৫৫ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র),** তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি পরিশোধের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মা মনসা ট্রেডিং কোং, প্রোপ্রাইটর: মিসেস ইন্দু ভৌমিক**–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্ট–এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹৩৫,৩৬,৫৭০.৫৫ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদার প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।**
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীনে সামান্য কমবেশি ০৬ কাঠা ০৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট জমির প্লটের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত ‘শ্রীজি টেরেস অ্যাসোসিয়েশন’ নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ–সুবিধা, এজমালি ইত্যাদি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর দিক খোলা) সামান্য কমবেশি ২৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট শপ নং ৩–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১০২/৩এ, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড (আগে পরিচিত ছিল বেলিয়াঘাটা মেন রোড নামে), ওয়ার্ড নং ০৩৩, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা– বেলিয়াঘাটা, পিন–৭০০০১০, স্বত্বধারক: মিসেস ইন্দু ভৌমিক ও মিঃ শুভজিৎ ভৌমিক। চৌহদ্দি: উত্তর– বেলিয়াঘাটা মেন রোড, যা বর্তমানে ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড নামে পরিচিত; দক্ষিণ– অংশত প্রেমিসেস নং ১০২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬, খোদাগঞ্জ রোড; পূর্ব– প্রেমিসেস নং ১০২/৩, বেলিয়াঘাটা মেন রোড; পশ্চিম– ২০ ফুট চওড়া খোদাগঞ্জ রোড।

(সুধীর কুমার গুপ্তা)
তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬ চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
Aadhar Housing Finance Ltd
কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ ও ৫০৩, ফ্লোর নং ৫, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি (ইস্ট), মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র–৪০০০৭২
বর্ধমান শাখা অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, গোপাল ভবন, হোল্ডিং নং ৩৯, মৌজা– ইচলাবাদ, ওয়ার্ড নং ১০, বর্ধমান–৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট–IV] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	**(লোন কোড: ০৬৪০০০০১১৯৭; বর্ধমান শাখা)** **প্রয়াত শেখ নূর হোসেন (আইনি উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব) (ঋণগ্রহীতা)** **মাসুদ হোসেন (সহ–ঋণগ্রহীতা)**	২২০ বর্গফুট মাপের পাকা কাঠামো সহ কমবেশি ৫ শতক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–গোয়ালমোড়, জে এল নং ৪২, এল আর খতিয়ান নং ২২৪ (দলিল অনুসারে), আর এস ও এল আর প্লট নং ৩৩৩, থানা পোলবা, জেলা হুগলি। চৌহদ্দি: পূর্ব: তোরাপ আলি মণ্ডলের বাড়ি; পশ্চিম: ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; উত্তর: ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; দক্ষিণ: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা।	০৯.০১.২০২৬ ₹২,১৩,৫২৮/–	২৬.০৯.২০২৬

স্থান: বর্ধমান অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
CIN: U67100MH2007PLC174759
রেজিস্টার্ড অফিস: এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই–৪০০০৯৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (‘রুলস’)–এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এখানে নীচে উল্লিখিত ভারার্পণকারীগণের (এখানে এর পরে ‘ভারার্পণকারী/ প্রকৃত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত) আর্থিক সুবিধাবলি এখানে নীচের টেবিলে উল্লিখিত বিবিধ ট্রাস্টের ট্রাস্টিরূপে ক্রিয়াশীল **এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (ইএআরসি)**–এর অনুকূলে অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত ভারার্পণের প্রেক্ষিতে ইএআরসি ভারার্পণকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে এর অধিকার প্রয়োগ করছে। সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ক্রিয়াশীল **ইএআরসি**, সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান অনুসারে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির দখল নিয়েছে।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে ১৫/৩০ দিনের এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে সর্বসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার(গণ)–এর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইএআরসি–র পাওনা অর্থাঙ্ক (তৎসহ পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য খরচ/ মাশুল) পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক (‘এও’) দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। প্রতিটি সম্পত্তির পাশে এর সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে।

নিলাম হতে চলা সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ তথ্য:

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	ট্রাস্টের নাম	২৪.০৯.২০২৬ অনুযায়ী মোট বকেয়া	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	বায়না জমা বা ইএমডি (₹)	নিলামের তারিখ ও সময়	দখলের প্রকৃতি
১	**629477086, 629877703** এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিঃ	১. মিঃ আলম পারভেজ (ঋণগ্রহীতা) ২. মিসেস খাতুন সাবানা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	ইএআরসি–ট্রাস্ট–এসসি–৪৬৯	₹ ৪৬,২৯,৫৫৮.০১	₹ ১৫,০০,০০০/–	₹ ১,৫০,০০০/–	১৫.১০.২০২৬ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট	বাস্তবিক
	সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তিটি ফ্ল্যাট নং ৫৩০৪, মাপ ৯৬৮ বর্গফুট (৮৯.৯৬ বর্গ মিটার) (আনুমানিক), থার্ড ফ্লোরে, ব্লক ৫, তৎসহ একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস নং সি–৬৬, সোয়ান গ্রিন নামে কমপ্লেক্সে, কমবেশি ২১৪.৬১৫ ডেসিমেল মির উপর নির্মিত, মৌজা রসপুঞ্জ, জে এল নং ১৫, আর এস দাগ নং ১৮৪২, ১৮৪৪, ১৮৯৮, এল আর দাগ নং ১২৫১, ১২৫৩, ১২৫৪, ১৩০৯, এল আর খতিয়ান নং ৪৪১৬, ৪৪৮৪, ৪৪৮২, ৪৪৭৭, ৪৪৭৯, ৪৪৯৩, ৪৪৭৮, ৪৪৮৩, ৪৪৭৫, ৪৪৮১, ৪৪৯০, ৪৪৯১, ৪৪৮৭, ৪৪৮৯, ৪৪৯৪, ৪৪৯৬, ৪৪৯৫, ৪৪৮৮, ৪৪৮৫, ৪৪৯২, ৪৪৮৬, ৪৪৮০, ৪৪৭৬, রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: ফ্ল্যাট নং ৫৩০৩; দক্ষিণ: সিঁড়ি; পূর্ব: ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম: ফ্ল্যাট নং ৫৩০১।							
২	**KOLHL17000405/** এল অ্যান্ড টি ফিনান্স লিমিটেড	১. মেসার্স গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড আয়ুর্বেদিক কোং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ডিরেক্টর মিঃ অমিত গুপ্তা ২. মিঃ অমিত গুপ্তা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	ইএআরসি–ট্রাস্ট–এসসি–৩৯৬	₹ ১,৮৮,২৬,৬৬০.৮২	₹ ৭২,৩০,০০০/–	₹ ৭,২৩,০০০/–	৩০.১০.২০২৬ দুপুর ১২টা	বাস্তবিক
	সম্পত্তির বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৮২ এর অংশে নির্মিত ন্যাচারাল ভিউ নামে বিল্ডিংয়ের সেগমেন্ট নং ২ এর ফার্স্ট ফ্লোরে বাণিজ্যিক ইউনিট নং আইই–এর সমগ্র, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট, সেগমেন্টের নিচের জমির অবিভক্ত অংশ সহ, বিধাননগর রোড (পূর্বে উল্টাডাঙা মেন রোড হিসাবে পরিচিত), কলকাতা–৭০০০৬৭, থানা মানিকতলা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন এবং প্রেমিসেসের চৌহদ্দি: উত্তর: ক্যানাল রোড (পূর্বে নিউ কাট ক্যানাল রো) হিসাবে পরিচিত পুর রাস্তা; পূর্ব: ভারত সরকারের রেল দফতরের জমি এবং তার উপর পূর্ব রেলের রেললাইন; দক্ষিণ: বিধাননগর রোড (পূর্বে উল্টাডাঙা মেন রোড হিসাবে পরিচিত) হিসাবে পরিচিত পুর রাস্তা; পশ্চিম: প্রেমিসেস নং ৮২, বিধাননগর রোড, কলকাতার অংশ হিসাবে সমগ্র সম্পত্তির বাকি অংশ।							
৩	**14459785, 9156538** এইচডিবি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	১. মেসার্স সিং ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা) ২. মিসেস মঞ্জু সিং (সহ–ঋণগ্রহীতা) ৩. মিঃ সুনীল সিং (সহ–ঋণগ্রহীতা)	ইএআরসি–ট্রাস্ট–এসসি–৪৮২	₹ ৯৫,১৮,৮৪৬.১০	₹ ৬৫,১০,০০০/–	₹ ৬,৫১,০০০/–	৩০.১০.২০২৬ দুপুর ১২টা	বাস্তবিক
	সম্পত্তির বিবরণ: দোতলা পাকা বিল্ডিংয়ের অংশ সহ জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ১৮০৮.৭৫ বর্গফুট বা ৪.১৫ ডেসিমেল, ৫ কাঠা, ৪ ছটাকের মধ্যে, মৌজা আলমগঞ্জ, জে এল নং ৩১, পূর্বের এল আর খতিয়ান নং ২৮১, আর এস প্লট নং ১৩১, এল আর প্লট নং ২৫৪, এল আর খতিয়ান নং ৩৫০৩, বর্ধমান পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৬, মহল্লা–মোতিবাগ, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, এডিএসআর অফিস বর্ধমানের অধিক্ষেত্রাধীন। চৌহদ্দি: দলিল নং I–০২০৩০৩২৩৭১২০১৬ অনুসারে সীমানা চিহ্নিত: উত্তর: অংশত আর এস প্লট নং ১৩১; পূর্ব: ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; দক্ষিণ: অংশত আর এস প্লট নং ১৩১; পশ্চিম: অংশত আর এস প্লট নং ১৩১।							

	নিলাম প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:	
১.	ইএমডির ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) ‘EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED- EMD ACCOUNT’–এর অনুকূলে ও ‘Mumbai’–তে প্রদেয় হতে হবে	
২.	আরটিজিএস–এর মাধ্যমে ইএমডি আদায় দেওয়া যাবে এখানে: **অ্যাকাউন্টের নাম:** ‘EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED- EMD ACCOUNT’, **অ্যাকাউন্ট নং:** 000405158602; **ব্যাঙ্কের নাম:** ICICI BANK; **আইএফএস কোড:** ICIC0000004	
৩.	**ইএমডি জমার শেষ তারিখ**	নিলামের ১ দিন আগে পর্যন্ত জমা নেওয়া হবে
৪.	**বিড জমার স্থান**	১ম ফ্লোর (দ্বিতীয় তল), এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই–৪০০০৯৮
৫.	**নিলামের স্থান (নিলামের ওয়েবসাইট)**	ই–নিলাম (https://auction.edelweissarc.in)
৬.	**যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য**	টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ২৬৬ ৬৫৪০, ওয়েবসাইট: https://auction.edelweissarc.in/
৭.	**সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়**	আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক ইএআরসি–র ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **https://auction.edelweissarc.in**–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬, স্থান: কলকাতা স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড–এর পক্ষে

Edelweiss Asset Reconstruction

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, ‘বি’ বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫

ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’) অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি **৩০.১০.২০২৬ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.grihumhousing.com** দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন নং: **HF0011H21100055** **অভিজিৎ দেবনাথ (ঋণগ্রহীতা)** **প্রীতিকণা দেবনাথ (সহ–ঋণগ্রহীতা)**	**নোটিসের তারিখ: ০৭.১১.২০২৪** **মোট বকেয়া: ₹৫,৯৬,২৪১/–** (পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা মাত্র), ০৭.১১.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	কমবেশি ২ কাঠা, ৮ ছটাক ও ৪ বর্গফুট জমির প্লটের উপর নির্মিত জি+২ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের সমগ্র, মাপ ৩০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) যার অবস্থান: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫/৯/৭/১, হাজার হাত কালীতলা লেন, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ৪২, সম্পাদিত বিক্রয় দলিলে বিশেষভাবে উল্লিখিত। **প্লটের চৌহদ্দি:** পূর্ব: সুচিত্রা গোস্বামীর জমি ও বাড়ি; পশ্চিম: হাজার হাত কালীতলা লেনের রাস্তা; উত্তর: শান্তিপ্রভা দত্তর জমি ও বাড়ি; দক্ষিণ: বেলা সরকারের জমি ও বাড়ি।	₹৭০৮৭৫০.০০/– (সাত লক্ষ আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	₹৭০৮৭৫.০০/– (সত্তর হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র)	২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০/–	২৬.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য
২	লোন নং: **LAP06172000000005044667** এবং **LAP 05622000000005010670** **রবিউল হক লস্কর (ঋণগ্রহীতা)** **সাবাহাত লস্কর (সহ–ঋণগ্রহীতা)**	**নোটিসের তারিখ: ১০.০৫.২০২৫** **মোট বকেয়া: ₹১৩৫৮৪৩০.০০/–** (তেরো লক্ষ আটান্ন হাজার চারশো তিরিশ টাকা মাত্র) যা LAP06172000000005044667–তে ₹২৩৩৪৭১.০০/– এবং LAP 05622000000005010670–তে ₹১১২৪৯৫৯.০০/– বকেয়া সহ ১০.০৫.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৮.৩৫% ও ১৮.৩৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	দাগ নং ৯৪১–তে ৮ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–ভাগানখালি, জে এল নং ৬৯, তৌজি নং ২১৪ বি ১, আর এস খতিয়ান নং ১২০৯, ১১৮১, এল আর খতিয়ান নং ৪৪৭, হোল্ডিং নং ৫০০৭, পিন কোড ৭৪৩৩২৯, থানা বাসন্তী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। **প্লটের চৌহদ্দি:** উত্তর: ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ: ইলিয়াস লস্করের সম্পত্তি; পূর্ব: আবুল কালাম আজাদের সম্পত্তি; পশ্চিম: আবুল কাহার লস্করের সম্পত্তি।	₹১৬,২৪,৭৬৬.০০/– (যোল লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশো ছেষট্টি টাকা মাত্র)	₹১,৬২,৪৭৬.৬০/– (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র)	২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০/–	২৬.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখায় এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/ জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।** অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। **২৯.১০.২০২৬** বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে ‘Grihum Housing Finance Limited- Auction Proceeds A/c’ (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/৪৪, বিমান নগর–৪১১০১৪)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং **এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন এই ঠিকানায়: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫, মোবাইল: +৯১–৮২৮১১৩৮১৪৩, ই–মেল আইডি: p.adith@grihumhousing.com। শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই–নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankeauctions.com এবং www.grihumhousing.com দেখুন।**
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ৩০ দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।

ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ২৮.০৮.২০২৬; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড